



269361 - এমন দাতব্য হাসপাতালে দান করা, যে হাসপাতালরে মালকিরে ব্যাপারে দুর্নাম ছড়িয়ে আছে

প্রশ্ন

ভারতীয় উপমহাদেশে আমার শহরে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল আছে। এ হাসপাতালটি গরীবদেরকে অনেকে সর্বো দয়িত্ব দিয়ে থাকে। এখানে ধনী-গরীব সবার সাথে সমান আচরণ করা হয়। দেশের সকল অঞ্চল থেকে চিকিৎসা ন্যায়ের দরদিরা এখানে আসে। অনেকে মানুষ এই হাসপাতালে দান করে থাকেন। কিন্তু হাসপাতালরে মালকি লোকটি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। অনেকে মনে করেন, লোকটির চরিত্র নাই। তার সম্পর্কে নানা রকম কথাবার্তা শুনায়। কোন কোন কথা বাস্তবে সঠিক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: এ ধরণে হাসপাতালে দান করা কি আমাদের জন্য জায়যে হবে; যাত করে গরীবদেরকে সহযোগিতা করা যায়। কিন্তু, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কিছু কিছু অর্থ হাসপাতালরে মালকি নিজের খয়ে ফলেবে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একটি মনটিকে বোর্ড রয়েছে। তারপরও আমাদের দানের পুরাতুকু ১০০% রোগীদের কাছে যাচ্ছে কনি সটো জানার সুযোগ নাই। কিন্তু, হাসপাতাল যে চিকিৎসা দিয়ে এ বাবদ কিছু অর্থ মালকিরে পকটে যায়; পুরাতুকু নয়। এই হাসপাতালকে সরকার অনুদান দিয়ে না। দান-ই এ হাসপাতালরে আয়ের একক উৎস?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি এ হাসপাতাল থেকে গরীব-মসকীনরা সর্বো পায়, যমেনটি আপন উল্লখে করছেন তাহলে এখানে দান-সদকা করতে কোন অসুবিধা নাই; যাত করে হাসপাতালটি সফল হয় ও চালু থাকে। বিশেষতঃ যহেতে হাসপাতালকে সরকার অনুদান দিয়ে না।

এ লোকের ব্যাপারে সর্বোচ্চ যা বলা যায় সটো হচ্ছে- লোকেরো সাধ্যানুযায়ী সম্পদের উপর থেকে এ লোকের কর্তৃত্ব প্রতাহিত করার চেষ্টা করবে; সটো ভাল কোন মনটিকে কমটি গঠনের মাধ্যমে হোক কথিবা জোরালো সামাজিক চাপ তরী করার মাধ্যমে হোক কথিবা অন্য কোন মাধ্যমে হোক।

যদি সম্পদের উপর ও রোগীদের অধিকারের উপর তার সীমালঙ্ঘন প্রতাহিত করা সম্ভবপর না হয় তাহলে কোনটা কল্যাণ সটো দেখতে হবে:

যদি হাসপাতালকে দান করার মধ্যে কল্যাণের দিক প্রবল অগ্রগণ্য হয় এবং হাসপাতালরে উপকারের পরিধি ব্যাপক হয় এবং এ লোকের দ্বারা যে আর্থিক দুর্নীতি হয় সটো মানুষের যে সর্বো ও রোগীদের যে চিকিৎসা দ্যো হয় সটোর তুলনায় তুচ্ছ হয়



সক্ষেত্রে এই হাসপাতালে দান করতে কোন অসুবিধা নাই।

আর যদি দান হিসেবে কোন সামগ্রী দয়া যায় যমেন- ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তাহলে এ লোকের অনিষ্ট প্রতিহত করা সম্ভব, কঠিবা কমানো সম্ভব; সবে ক্ষেত্রে সামগ্রীর মাধ্যমে দান করাটাই অধিকতর উত্তম হবে।

আর যদি কটে সাবধানতা অবলম্বন করে তার দানরে অর্থ নিজি সরাসরি গরীবদেরকে দিতে চায়, যাত করে সটো গরীবদের কাছে পটোঁছার ব্যাপারে ব্যক্তি নিজি নিশ্চিতি হতে পারে তাতও কোন অসুবিধা নাই। যহেতে গরীব ও নিঃস্ব রোগীর সংখ্যা অনকে; যারা এই হাসপাতালে আসনে কঠিবা অন্য কোন হাসপাতালে যান। কঠিবা রোগী নন এমন গরীব-মসিকীনও।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয় যে, আমাদের বিভাগে ‘জামইয়্যা খাইরিয়্যা’ (দাতব্য সংস্থা) এর একটা শাখা আছে। আমার সম্পদরে যাকাতরে কছু অংশ এ প্রতিষ্ঠানে দয়া কি জায়যে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ যদি দ্বীনদারি ও ইলম দিকি থেকে নিঃস্বযোগ্য হন তাহলে তাদরেকে আপনার যাকাতরে কছু অংশ সমর্পণ করতে কোন আপত্তি নাই। আপনি তাদরেকে জানিয়ে দবিনে যে, এটা যাকাতরে মাল; যাত করে তারা এই অর্থ সাধারণ সদকা হিসেবে বিতরণ না করে।

আর আপনি যদি তাদরে সম্পর্কে না জাননে তাহলে উত্তম হচ্ছ- আপনার যাকাত আপনি নিজি বিতরণ করবনে। বরং সাধারণ বধিান হচ্ছ- নিজি বিতরণ করাটাই উত্তম। কেননা ব্যক্তি নিজি যাকাত নিজিই আদায় করবে, সটো যাকাতরে হকদারদের কাছে পটোঁছার ব্যাপারে সুনিশ্চিতি হবে, এটা পটোঁছাতে গিয়ে যে কষ্ট সবে শিকার করবে সটোর জন্য সবে সওয়াব পাবে- এটা অধিকতর উত্তম অন্য কাউকে দিয়ে যাকাতরে সম্পদ বলি করানোর চয়ে। [ফাতাওয়া ‘নুবুন আলাদ দারব’ (৭/৪০৮) থেকে পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।